প্রেমিকার জন্য সার-সংক্ষেপ

প্রেমিকার জন্য সার-সংক্ষেপ

আমিনুল ইসলাম

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : শেখ ফজলুল করিম
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Premikar Jonnyo Sar-Sankhep by **Aminul Islam**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : September 2020
Price : 150.00
US $ 05
ISBN 978 984 94901 9 7

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

কবি বীরেন মুখার্জী

সূচিপত্র

আহত প্রেমিক ৯
বিপরীত বাসনায় ১১
ওরে কর্ণফুলীরে, সাক্ষী রাখিলাম তোরে ১৩
খেলা ১৪
করিম মাতবরের কাহিনি ১৬
সে আমার এমনই একজন ১৮
হে শ্যামাঙ্গী অধ্যাপিকা ২১
নদী ২৪
ভালোবাসার উৎসব ২৫
বেহুলার দেশে ২৬
পিপাসার প্রাক্কলন ২৭
পাল তোলা নৌকার প্রতিভায় ২৮
নদী ২৯
মুক্তিযোদ্ধা ৩০
পুঁজি ৩২
আকাশের ঠিকানায় সাগরের চিঠি ৩৩
কেবল ড্র কোনো খেলা নয় ৪৬
সিস্টেম লস ৪৭
বঙ্গোপসাগরের দুই পাড়ে ৪৮
দ্বিতীয় পর্যায় ৫০
পেন্ডুলাম ৫১
কোন ঘাটে লাগাইবা রে সোনার নাও ৫২
ব্যুরোক্রেসি : এ থ্যাংকলেস জব ৫৩
ঘোড়া ৫৫
হিরোশিমা ৫৭
নদীর চিঠি ৫৮
বিশ্বরোগ ৫৯
জঙ্গলের আদালত ৬০
সাফল্যের সাতকাহন ৬১
প্রেমিকার জন্য সার-সংক্ষেপ ৬৩

আহত প্রেমিক

তোমাকে আমার ভাঙা পায়ের সমান
ভালোবাসি আমি;
হে আমার অসময়ের ভালোবাসা,
ফিরে এসে কাছে
কবে তুমি নামবে আবার
এ আমাকে নিয়ে
ভালোবাসার মানিক মিয়া এভিনিউয়ে?

হ্যাঁ, আমার এক পা ভেঙেছে বটে
কিন্তু তাতে করেও আজ
এও তো মিথ্যা হয়ে যায়নি যে—
আমি সেই রক্তরাঙা শপথের সৈনিক!

ইয়েস, আমি এও মানি যে
আমাকে ঘিরে
তোমার সন্দেহ অযৌক্তিক নয়;
আজ ধর্ষকদের দখলে—
শব্দ ও ছবি,
কলম ও ক্যামেরা,
আর চারপাশে
ফ্ল্যাগ-ওড়ানো হিপোক্রেসি দেখে—
মনটা খারাপ হয়ে যায়
আমার নিজেরও;
তোমার হয় না?

তবু এটাই সত্য যে—
অপ্রেমের সাথে আপস জানি না বলে
অনুরাগের আদর্শ থেকে
সরে আসিনি আজও;

ফাইভ স্টার উরুর ফোরকালার উসকানি দেখেও
নাম লেখাইনি—
লুটেরা লম্পটদের পাপিয়া-রেজিস্টারে।

দরোজার ওপাশে, রাস্তায়, অফিসের লিফটে,
এবং কন্ট্রোলিং অথরিটির কলমে,
করোনা ভাইরাসের মতন বৈরী পাহারা
আর বিপরীত প্রান্তে জন্ম এই আমার;

হে প্রত্যাশিতা, তুমি যদি সাথ দাও,
দেখো—
একদিন ক্র্যাচের কর্নেল হয়ে আমি
কিউপিডের সংসদ প্লাজায়
উড়িয়ে দিতে দেবো—
ভেদবৈরী ভালোবাসার সবুজ পতাকা!

বিপরীত বাসনায়

হে পরিপাটি, তোমাকে একবার
এলোমেলো করতে চাই
খেলতে খেলতে যেভাবে খোকন সোনা
এলোমেলো করে তার
চাররঙা ভালো লাগাগুলো;

হে বাধ্যবাধকতা, পরিমাপে প্রস্তুত
সড়ক থেকে ভুলিয়ে নিয়ে
তোমাকে একবার ঐ
আঁকাবাঁকা মেঠো পথে ঘোরাতে চাই
হাতছানির বিকেলে—
যে-পথে ওড়না ওড়ায়
টিকলীচরের দস্যি মেয়ে শেফালী
আর ছাই মুছে নিতে চোখ কচলায়
চেয়ারে আসীন ভিআইপি উৎকণ্ঠা;

হে অভিভাবক দুপুর, ঘুড়ি-ওড়ানো মেধা নিয়ে
তোমাকে একবার বানাতে চাই
কানামাছি ভোঁ-ভোঁ বিকেল
দুদিক থেকে ছোঁ মেরে টিপে দিতে চাই
তোমার রোদে টোল পড়া গাল—
কানামাছি ভোঁ-ভোঁ— যারে পাবি তারে ছোঁ;

হে অর্থনীতির এমফিল মন,
নীল আকাশের দিকে তাকিয়েও তুমি
চাহিদা ও জোগান রেখার হিসাব মেলাতে
ঘামিয়ে তোলো ছুটির বিকেলটুকু,
উড্ডীন ঘুড়িটার সাথে ওড়ে
উঠোনের আমগাছটিও, তুমি ওড়ো না;

সেই তোমাকে নিয়ে একবার
কবিতার বেহিসাবি উঠোনে
আমি নাচতে চাই :
‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে
মোর টগবগিয়ে খুন হাসে’;

হে সাবধানতার বোতাম,
প্রফেসর-দিনের শরীর থেকে
তোমাকে একবার খুলতে চাই
অন্তরঙ্গতার আঙুলে
কোনো এক সিলেবাসহীন সন্ধ্যায়।

ওরে কর্ণফুলীরে, সাক্ষী রাখিলাম তোরে

ওরে ও কর্ণফুলী, সাক্ষী রইলে তুমিও
যেমন সাক্ষী আছে জমজমের পবিত্র পানি,
রং বদলানো মৌসুমি হাওয়া—
ভিন্ন গান শোনালেও
আমি আজও ভালোবাসি তাকেই—
নদীর জলে বাল্য-সাঁতার দিতে দিতে
যে একদিন নিজেই হয়ে উঠেছিল নদী,
যাকে দেখে হেসে উঠেছিল
আমবাগানের আড়ালে থাকা চৈতি চাঁদ;
সেদিনের সেই বাগান সহপাঠিনীর মন
আজও খোঁজে তাকে
ছায়া বাড়িয়ে আকুনবাড়িয়ার ঘাটে;
ঝুঁকে আসা ডালগুলো থেকে
ছড়িয়ে পড়ে অক্সিজেন মাখা শুভকামনা।

আমি জানি, নদীর এই দেশে অভাব হয়নি মাঝির;
কিন্তু আজকের পালহারা মাঝিরা শোনেনি
আবদুল আলীমের গলা,
ভটভটানিতে কান দিয়ে কাটিয়ে দেয়
জলের যৌবন;
তো এখন সে আমাকে লোনা হাওয়ায়—
ভাটার বাণী পাঠাই
আর আমি গুনগুনাই উজানের স্বরলিপি
আমার নদীঘেঁষা অভিযোগে সে
জানিয়েছে ঝড়বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে,
মাঝে মাঝে সে নাকি নিজেও তাই করে!

সুমি জানে, আমিও জানি, তার নামটি জানালেই
শুরু হবে ঝড়, উথালপাথাল হবে নদী;
জলের শপথ ভেঙে—
এই আমি কি উচ্চারণ করব সেই নাম?

খেলা

হে ক্যাপ্টেন, ম্যাচ ফিক্সিঙের লোভ,
স্বজনপ্রীতির অন্ধ-অনুরাগ আর প্রতিপক্ষের
দুর্ধর্ষ ফর্মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
মূলত তুমিই গড়ে তুলেছিলে দল;
প্রথম জয় দেখে সচকিত হয়ে উঠেছিল
টেস্ট প্লেয়িং প্রতিটি ক্রিকেট কান্ট্রি;
আর তুমি নিজেই ছিলে অলরাউন্ডার
কাপ জেতার পর তোমার নামেই
স্লোগান হয়ে উঠেছিল সারা গ্যালারি
যদিও আহত হওয়ার কারণে তুমি
খেলতে পারোনি ফাইনালে ম্যাচে।

অথচ তোমার অনুপস্থিতিতে দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের
বিপক্ষে খেলে যে ফাস্ট বোলার
সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছিল,
আর যে ব্যাটসম্যান বিপর্যয়ের মোড়ে
রান করেছিল সবচেয়ে বেশি,
এবং অভাবনীয় নাটকীয়তায় জিতেছিল দল,
ঈর্ষায় নাকি আশঙ্কায়,
নাকি বিভ্রান্ত হয়ে কানকথায়,
তুমি তাদের দুজনকেই বাদ দিলে দল থেকে!

তারপর থেকে আজ অবধি আমরা আর
সমবেত হাততালি হয়ে উঠতে পারিনি।
বিদেশি কোচ এনেও লাভ হয় না আর লাভের সমান।

বৈশ্বিক ডানার দিনে বেড়াহীন আকাশ মিডিয়া,
খুচরো জয়ের দৃশ্যে মেটে না
কোনো অবাধ চোখের পিপাসা,
হয়তো-বা তাই মদের গন্ধমাখা অন্ধকারে
ক্লাবগুলো হয়ে পড়েছে ভ্রান্তির ঠিকানা।

সময় গেছে। তুমিও আজ দলে নেই।
তবু জানতে ইচ্ছা করে,
হে ক্যাপ্টেন, হে প্রিয় সারথি,
কেন তুমি এমনটি করেছিলে? কেন!
অথচ তোমাকে ক্লাইভ লয়েড এবং
ইমরান খানের চেয়েও
বড়ো অধিনায়ক জেনেছিলাম আমরা!

করিম মাতবরের কাহিনি

ছয় ছেলে রেখে মারা গেছেন করিম মাতবর
আর রেখে গেছেন অঢেল সম্পত্তি—
নদীভরা অক্সিজেন,
দিঘিভরা চাঁদ
মাঠভরা সোনা
আর সিন্দুকভরা সম্ভাবনা;
কিন্তু সন্তানদের কাছে সম্পত্তির চেয়ে
মৌরসি মাতবরিটার দাম অনেক বেশি
অতএব তাকে চাই যে-কোনো উপায়ে,
তা সে-পথ দুপুরের হউক অথবা মধ্যরাতের!
এই নিয়ে ভাইদের মাঝে মনকষাকষি
মারামারি, ধাওয়াধাওয়ি,
ইতোমধ্যে মারা গেছে অগ্রবর্তী দুইজন;

যারা বেঁচে আছে, তারা লড়ে যাচ্ছে
মনে রেখে অথবা ভুলে গিয়ে
সম্রাট শাহজাহানের ওয়ারিশদের কথা;
কিন্তু এখন তো বদলেছে বহুকিছু
বীরবলদের খুলি সরিয়ে রেখে পাশে
শ্মশানের এককোণে টেকোমাথা তুলে
জেগে উঠেছেন চাণক্য :
ওই যে পাশের গ্রামের খোশু মোড়ল,
তাকে কিন্তু ভীষণ দরকার তোমার!

নিজেরা আর ধানের গোছার মতো যূথবদ্ধ নয়
মিঠু বলে, চাচাজান, দয়া করে 'না' করবেন না!
আমি আপনার কাছে কোনোদিনও কিছু চাইনি,
ভবিষ্যতেও চাইব না!
আপনার দোয়া নিয়ে শুধু একটু বেঁচে থাকতে চাই!

লাবু কয়, খোশু চাচা, ওর কথায় কান দেবেন না!
ও তলে তলে আস্ত একটা মীরজাফর!